



1226 - চাঁদ দেখেই ধর্তব্য; জ্যোত্ববিদিদেরে হসিব-নকিশ নয়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: এখানে মুসলমি আলমেদেরে মধ্যে রমযানেরে রোযার শুরু ও ঈদুল ফতির নরিধারণ নিয়ে চরম মতভদে। তাদরে মধ্যে কটে “চাঁদ দেখে রোযা রাখ ও চাঁদ দেখে রোযা ভাঙগ” এ হাদসিরে উপর নরিভর করে চাঁদ দেখোকে ধর্তব্য মনে করেনে। আর কটে আছনে তারা জ্যোত্ববিদিদেরে মতামতরে উপর নরিভর করেনে। তারা বলনে: বর্তমানে জ্যোত্ববিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবষণার সর্বোচ্চ শখিরে পৌঁছে গছনে; তাদরে পক্ষে চন্দ্র মাসরে শুরু জানা সম্ভব। এ মাসযালায় সঠকি রায় কোনটটি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

সঠকি অভমিত হচ্ছে, যে অভমিতরে ভিত্তিতে আমল করা কর্তব্য তা হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ভাঙগ” যা প্রমাণ করছে তার ভিত্তিতে আমল করা। অর্থাৎ চর্মচোখে চাঁদ দেখে রমযান মাস শুরু করা ও রমযান মাস শেষে করা। কেননা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে শরয়িত বা অনুশাসন দিয়ে পাঠানো হয়ছে সেটো কয়ামত পর্যন্ত শ্বাশত ও অব্যাহত থাকবে। ইসলামী শরয়িত সর্বকাল ও সর্বযুগরে জন্য উপযোগী। হোক না, জাগতকি জ্ঞান অগ্রসর হোক; কথিবা অনগ্রসর থাকুক। হোক না যন্ত্রপাতি পাওয়া যাক; কথিবা না পাওয়া যাক। হোক না কোন দশে জ্যোত্ববিদ্যায় পারদর্শী বজ্ঞানী থাকুক কথিবা না থাকুক। পৃথিবীর সর্বকালরে, সর্বস্থানরে মানুষ চাঁদ দেখে আমল করার সাধ্য রাখে। কনিত্তু, জ্যোত্ববিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তকি কথোও পাওয়া যতে পারে; আবার কথোও পাওয়া যাবে না। যন্ত্রপাতি হয়তো কথোও পাওয়া যাবে; আবার হয়তো কথোও পাওয়া যাবে না।

দুই:

জ্যোত্ববিজ্ঞান কথিবা অন্যান্য বজ্ঞানরে যে বকিশ ঘটছে কথিবা ভবিষ্যতে ঘটবে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে জ্ঞাত আছনে। তা সত্ববেও আল্লাহ তাআলা বলনে: সুতরাং তোমাদেরে মাঝে যবেযক্তএই মাসপাবসে যনেরোজাপালন করো।”[২ সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫] এ বধিনকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ভাষায় ব্যাখ্যা করছনে যে, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ; চাঁদ দেখে রোযা ভাঙগ”[আল-হাদসি]। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানেরে রোযা শুরু করা ও রোযা ভাঙগ করাকে চাঁদ দেখোর সাথে সম্পৃক্ত করছনে। নক্ষত্ররে হসিবরে সাথে মাস গণনাকে



সম্পূক্ত করনেনা। অথচ আল্লাহ্ৰ জ্ঞাণনে রয়ছেযে য়ে, জ্যোর্তবিজ্জিঞনীরা অচরিহেই নক্শত্ৰরে হিসাব ও বচিরণরে জ্ঞাণনে এগয়িযে যাবনে। তাই মুসলমানদরে কর্তব্য হচ্ছযে আল্লাহ্ৰ রাসূলে মুখনস্িত য়ে বধিান আল্লাহ্ দয়িছেনে সটোকযে গ্রহণ করা। তা হচ্ছযে- চাঁদ দখোর ভিত্তিতে রোযা রাখা ও রোযা ভাঙ্গা। এটি আলমেদরে ইজমার পর্যায়ে। য়ে ব্যক্তি এ অভমিতরে বপিক্শযে গয়িযে নক্শত্ৰ গণনার উপর নরিভর করবযে তার অভমিতটি অসমর্থতি; এর উপর নরিভর করা যাবনে না।

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।